

হাঁটার'স ফরচুন



অক্ষর

হাটার'স

ফরচুন (পর্ব -২)

গল্প
অ্যান্ড্রিউ কসবি

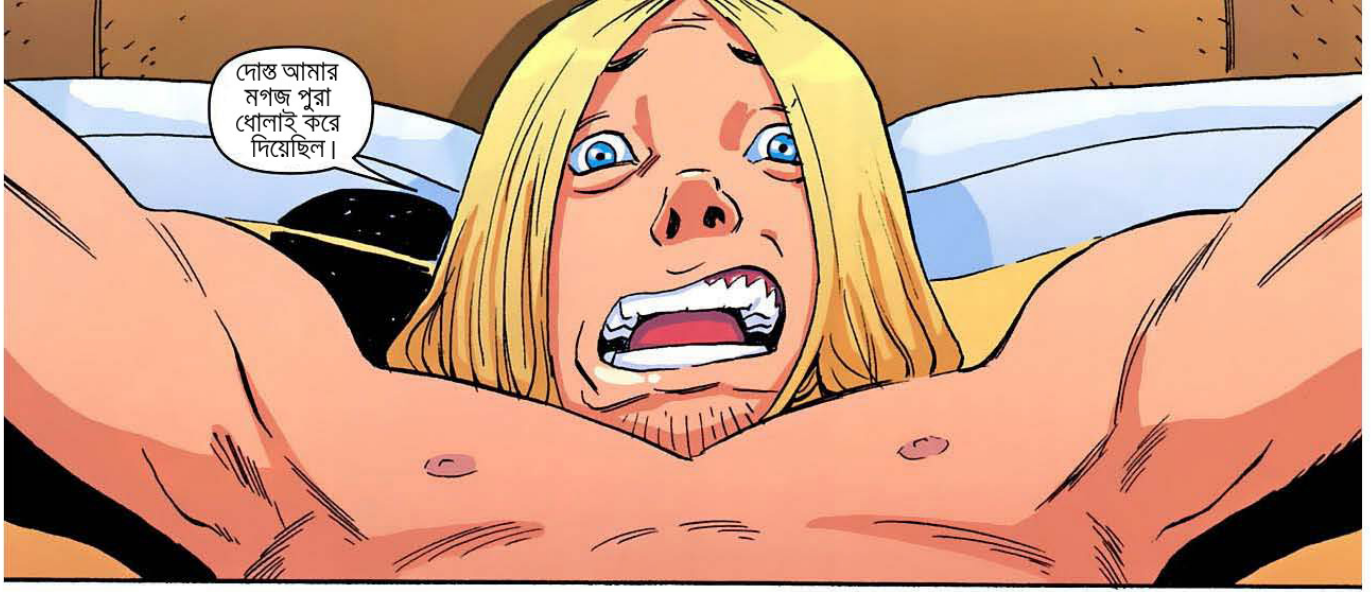
স্ক্রিপ্ট
সেলেব মনরে

আর্ট
ম্যাট কসিন

কালার
মাইক কসিন

অনুবাদ

অহর আরসালান



দোস্ত আমার
মগজ পুরা
ধোলাই করে
দিয়েছিল।



মগজ ?
ওই জিনিসটা
তোমার মাথায়
আছে কিনা
সন্দেহ।



থাক ! এখন
আর বুকে লাভ কি !
যা হউয়ার তা তো
হয়েই গেছে !

ওহ তাই ?
তোমার এই
হাদা বকুটি দায়ি
এসবের জন্য।

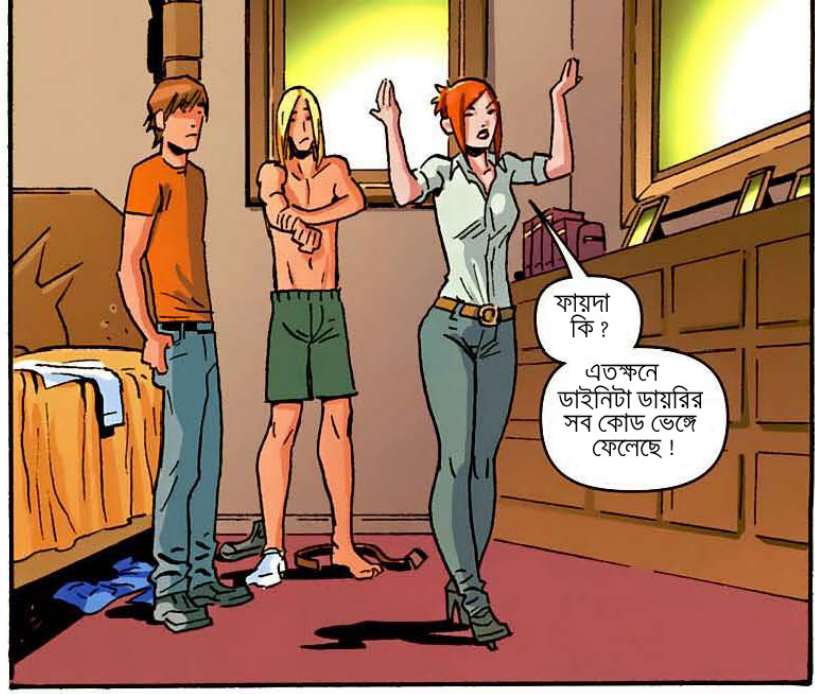
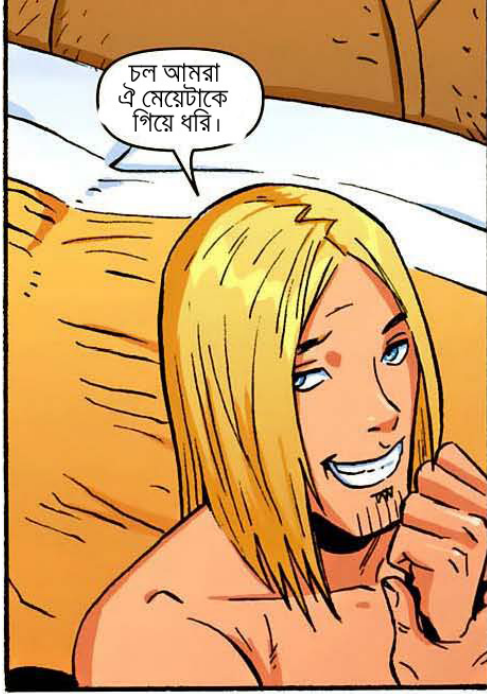


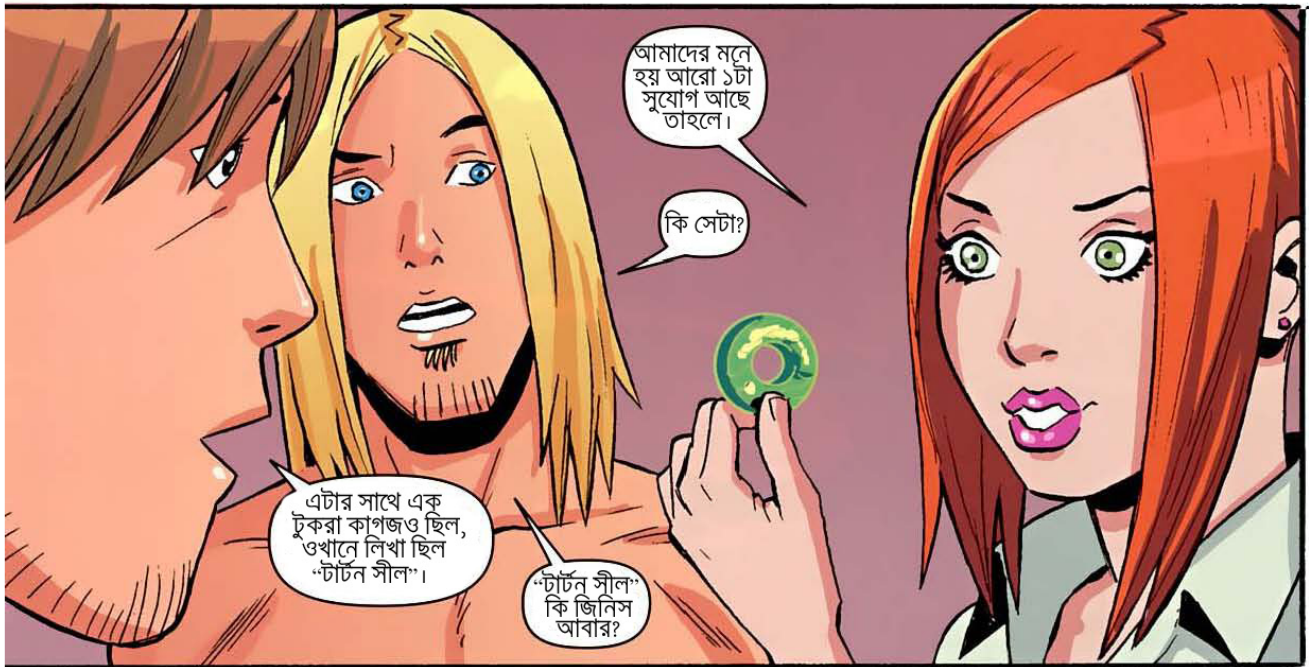
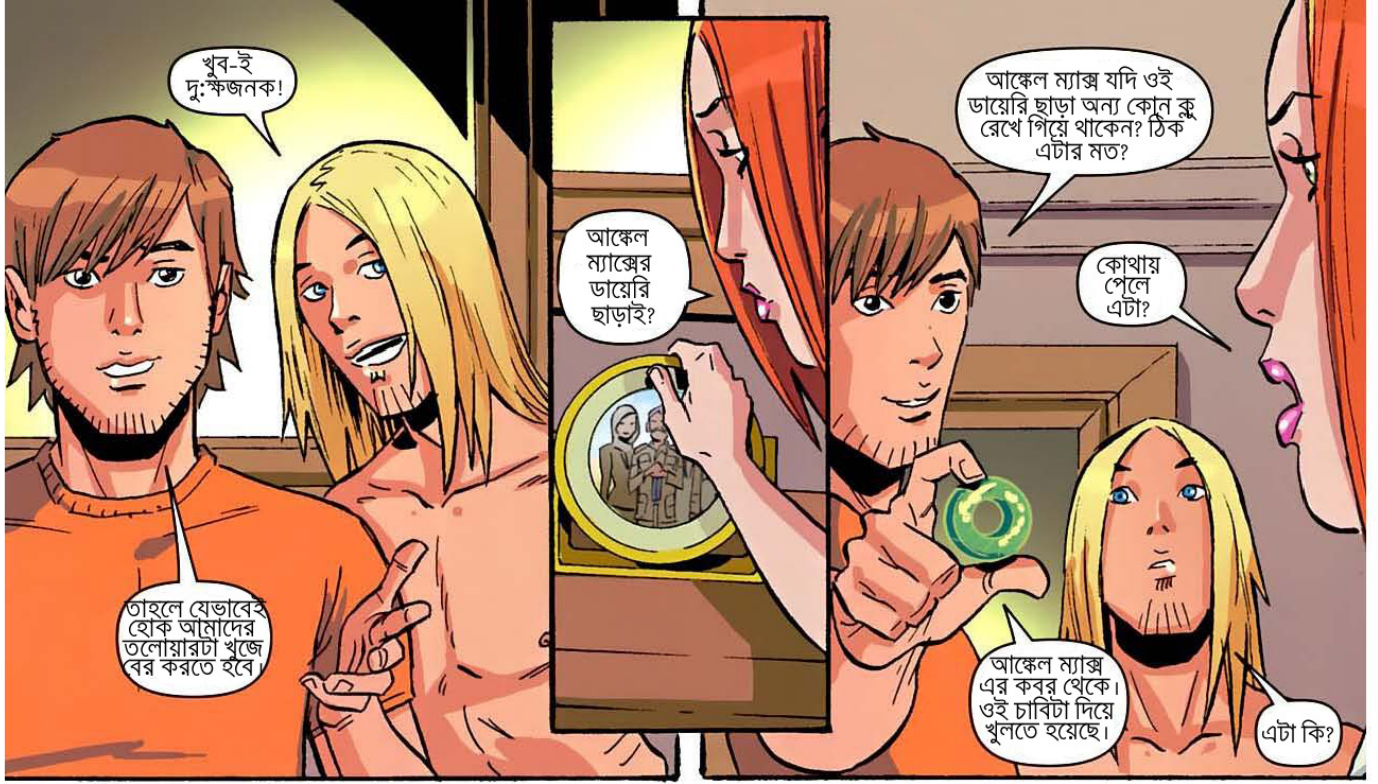
...
মানুষ এত হাদা
কিভাবে হয় তা আমার
মাথায় খেলে না। উফফ
ডিসগাস্টিং !!

একটা শক্ত
বেল্ট দিয়ে
বেধেছে
আমাকে।



এই
ল্যাডিস
বেল্ট
দিয়ে ?







বয়েজ আমাদের গোপন অস্ত্র।

এই যে

হেই!



হুই! আমি হাক্টার, আর এ হল ট্রিপ।

অ্যাশ্বার!

যাহ! আমি ভাবছিলাম তুমি এ.কে.৪৭ হবে বা কোন বাজুকা অথবা মিশাইল, আর না হবে যুদ্ধ বিমান।

না, আমি একজন লাইব্রেরিয়ান।



ওহ!

... তো এখানে গোপন জিনিসটা কোথায় তা খুজে পেলাম না।

শাট আপ! অ্যাশ্বার এই সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী আর সবচেয়ে সফল রিসার্চার। অক্সেল ম্যাক্স সবসময় ওকে দিয়েই রিসার্চের কাজ করাত।



তাহলে এখনি কাজ শুরু করে দেই আমরা?

আমাকে কোন রিসার্চের কাজ করতে হবে মনে হচ্ছে! কি সেটা হাক্টার?

ওকে দেখাও।



এই যে, এর নাম টাটন সীল।



টর্টন?

হুমমমম
আমার জানা
মতে তাই।
একটা কাগজে
লিখা ছিল।

তাই নাকি!

চাচার লাঠিটা
জব্বর জিনিস!



কি মনে
হচ্ছে?

এটা একটা
জেড। কিন্তু এর
বেশি কিছু বলতে
পারছি না।



দাড়াও! একট
সময় দাও আমাকে
আমার কম্পিউটার
কি বলে দেখি।



২০ মিনিট
পর।

বাংলাপিডিএফ
.নেট এর কোন
কমিস্ত্র দেখি নাই
এখানে। ধ্যাং!

তিব্বত!



অ্যাএএএ
কিইইই?



আমার মনে
হয় তোমাকে
তিব্বতে যেতে
হবে।

ওখানে কোন
একটা রহস্য অবশ্যই
লুকিয়ে আছে।



তিব্বতে তো
আমি দুই
মিনিটে উড়ে
যাব!

একটা সবুজ
পাথর থেকে তুমি
তিব্বত কিভাবে খুঁজে
পেলে বুঝলাম না!

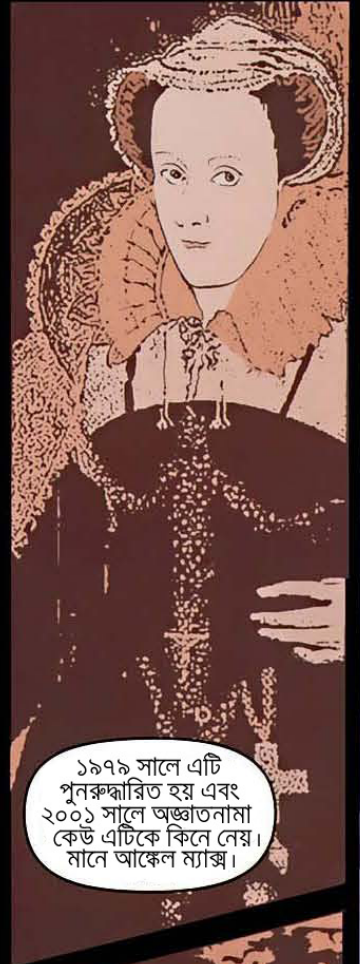
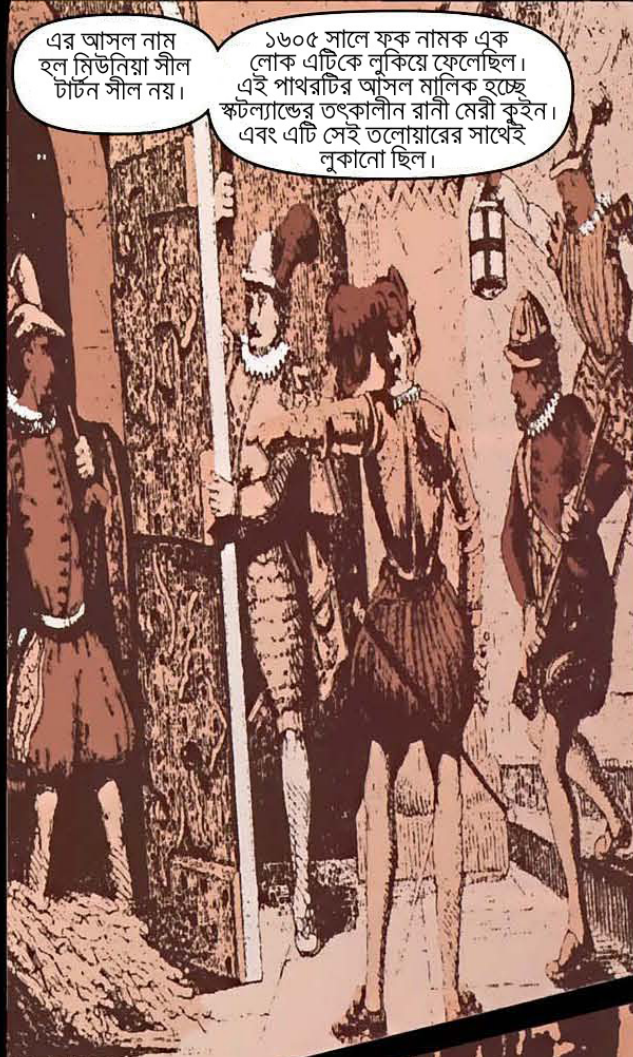
এই জন্মোই
ও বেস্ট!

আমি পাথরটাকে
3D স্ক্যান করে
এরপর আমার পিসির
ডাটাবেসে থাকা
সব ছবির সাথে

ম্যাচ করে দেখলাম।
অবাক করা এক
রেসাল্ট বের হল।

এর আসল নাম
হল মিউনিয়া সীল
টর্টন সীল নয়।

১৬০৫ সালে ফক নামক এক
লোক এটিকে লুকিয়ে ফেলেছিল।
এই পাথরটির আসল মালিক হচ্ছে
স্কটল্যান্ডের তৎকালীন রানী মেরী কুইন।
এবং এটি সেই তলোয়ারের সাথেই
লুকানো ছিল।



১৯৭৯ সালে এটি
পুনরুদ্ধারিত হয় এবং
২০০১ সালে অজ্ঞাতনামা
কেউ এটিকে কিনে নেয়।
নামে আক্কেল ম্যাক্স।

ফিলিপ এবং কলিন্স নামে
২ ব্যক্তি পাথরটিকে উদ্ধার করে
এর জন্য তারা "সাইকিক
কয়েস্টিং" নামক মেথড ব্যবহার
করে, যা কিনা প্রাচীন তিব্বতের
বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা ব্যবহার করত।
তখন এর নাম ছিল তাম্বা।





তার্মার অর্থ হচ্ছে গুপ্তধন। তবে এটি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমনঃ বস্তুগত গুপ্তধন, শুধুমাত্র ভিশন, লুকানো গুপ্তধন, পুনরুদ্ধারিত গুপ্তধন, যে গুপ্তধন শব্দ শুনে বের করা হয়েছে, এমন আরো অনেক!

এই সকল তার্মা খুঁজে বের করার জন্য কিছু স্পেশাল মক্স আছেন, যাদের নাম টার্টন।

উনবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে একজন বিখ্যাত টার্টন ছিলেন। যার নাম ছিল জাময়ান খাইয়াতসেন ওয়াংপো। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন সর্বকালের সেরা টার্টন। এই কারণে তাকে বলা হত টার্টন সীল।

তার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, একবার তিনি তার তার্মা ভিশনের সাহায্যে এই পৃথিবীতে লুকানো সব গুপ্তধন কোনটা কোথায় আছে তা দেখতে পেয়েছিলেন।

এই কথাটা যদি সত্যি হয় এবং সেই তলোয়ারটা যদি বাস্তবে থেকে থাকে, তাহলে এটা বলা যায় যে, তিনি সেটা দেখতে পেয়েছিলেন। আর তিনি যদি সেই লুকানো জায়গাটা দেখে থাকেন তাহলে সেটি কোথায় তা লিখে রেখে গেছেন নিশ্চই!



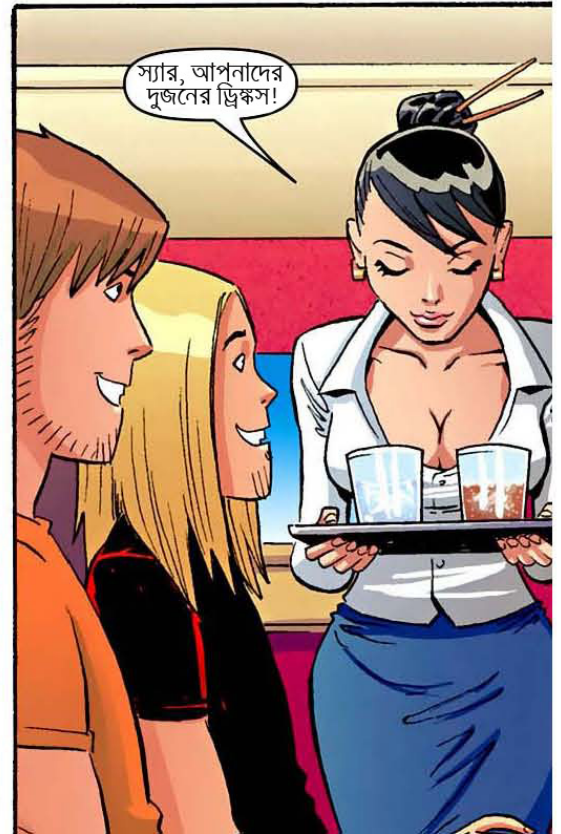
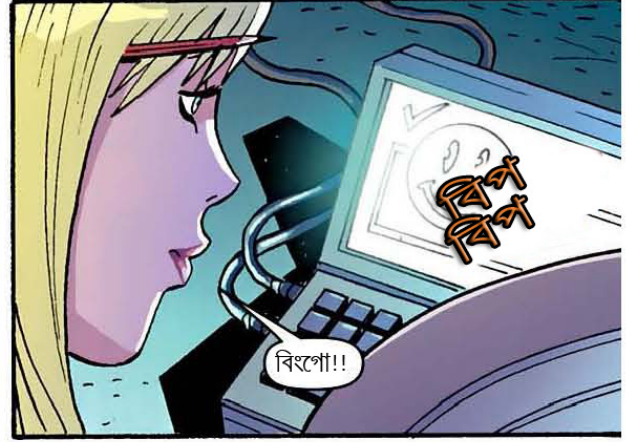
ওয়াও!

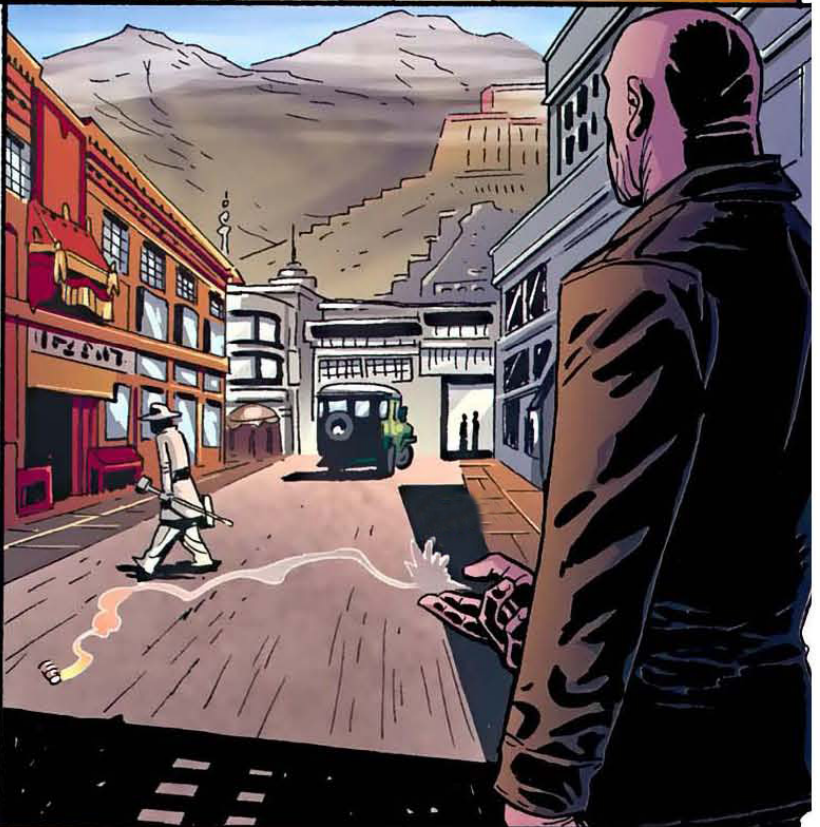
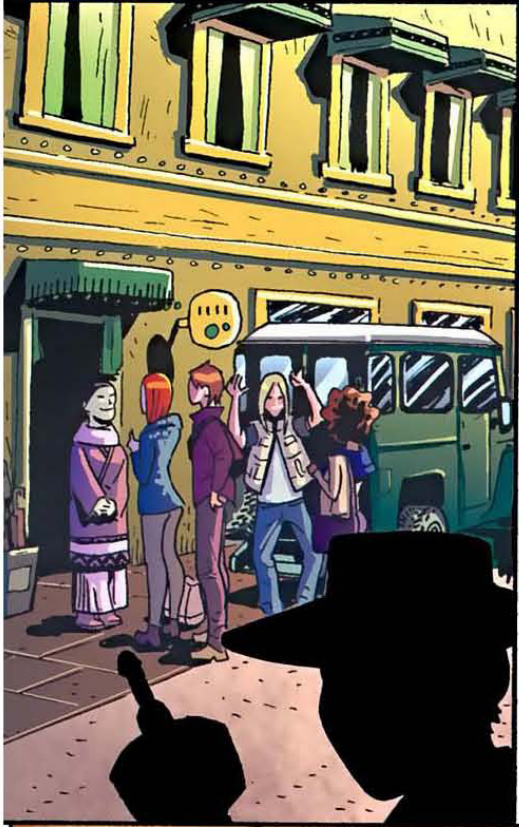
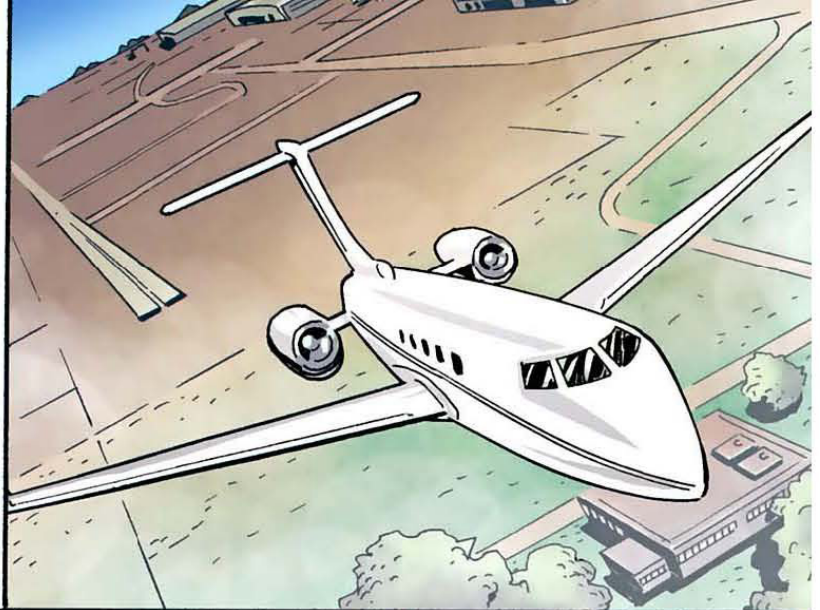
আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ।

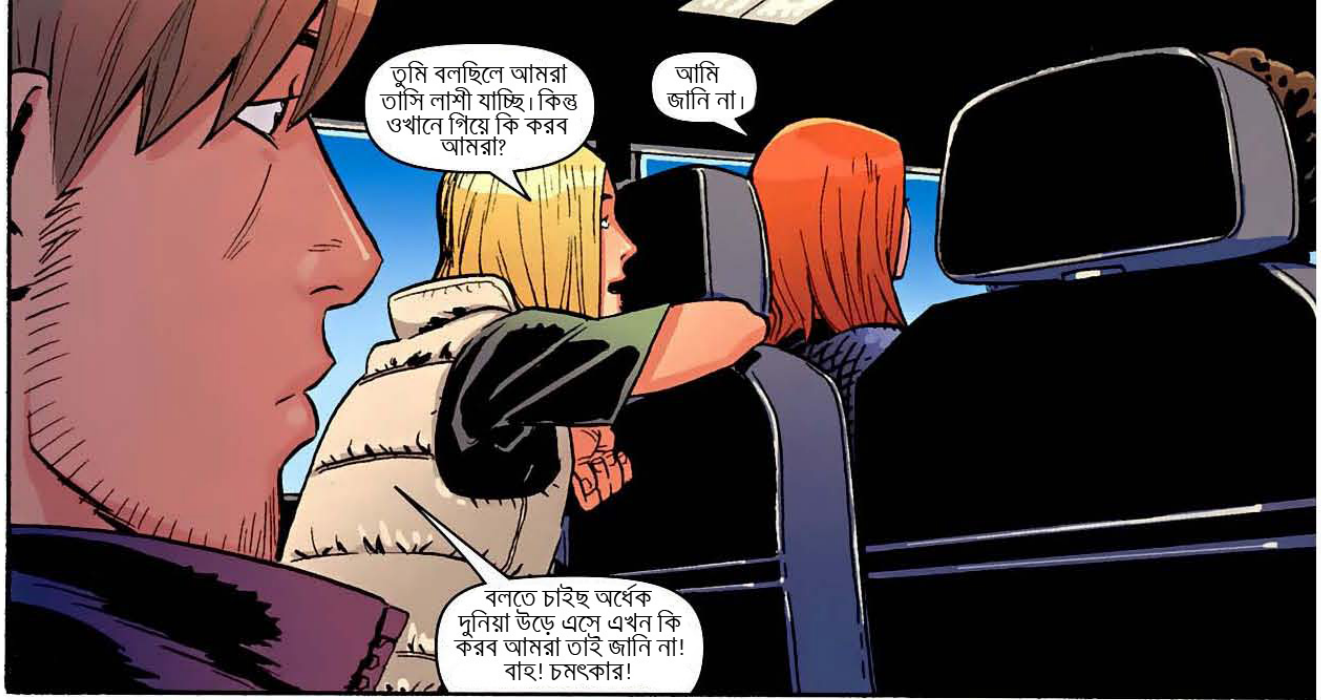


আমি এই মাত্র চেন্দুর Plane এর টিকেট বুকিং দিলাম। ৯০ মিনিটের মধ্যে সবাই প্যাকিং শেষ কর। মোট ৪টা টিকেট।









তুমি বলছিলে আমরা
তাসি লাসী যাচ্ছি। কিন্তু
ওখানে গিয়ে কি করব
আমরা?

আমি
জানি না।

বলতে চাইছ অর্ধেক
দুনিয়া উড়ে এসে এখন কি
করব আমরা তাই জানি না!
বাহ! চমৎকার!



হুমুমম অনেকটা
সেইরকম-ই বলতে
পার।

আমরা ভেবেছিলাম
তোমার কাছে হয়তবা কোন
মাস্টার PLAN থাকবে।



ব্যাপারটা এত
সহজ নয়, যতটা
তোমরা ভাবছ।



একটা ক্যু পাওয়া গেলে তার
পিছনে ছুটতে হয় তাতে আরেকটা
ক্যু হয়তবা পাওয়া যায়, আবার
মাঝে মাঝে কিছুই পাওয়া
যায় না।

তখন বসে বসে
মাথার চুল ছিড়া
ছাড়া আর কিছুই
করার থাকে না।

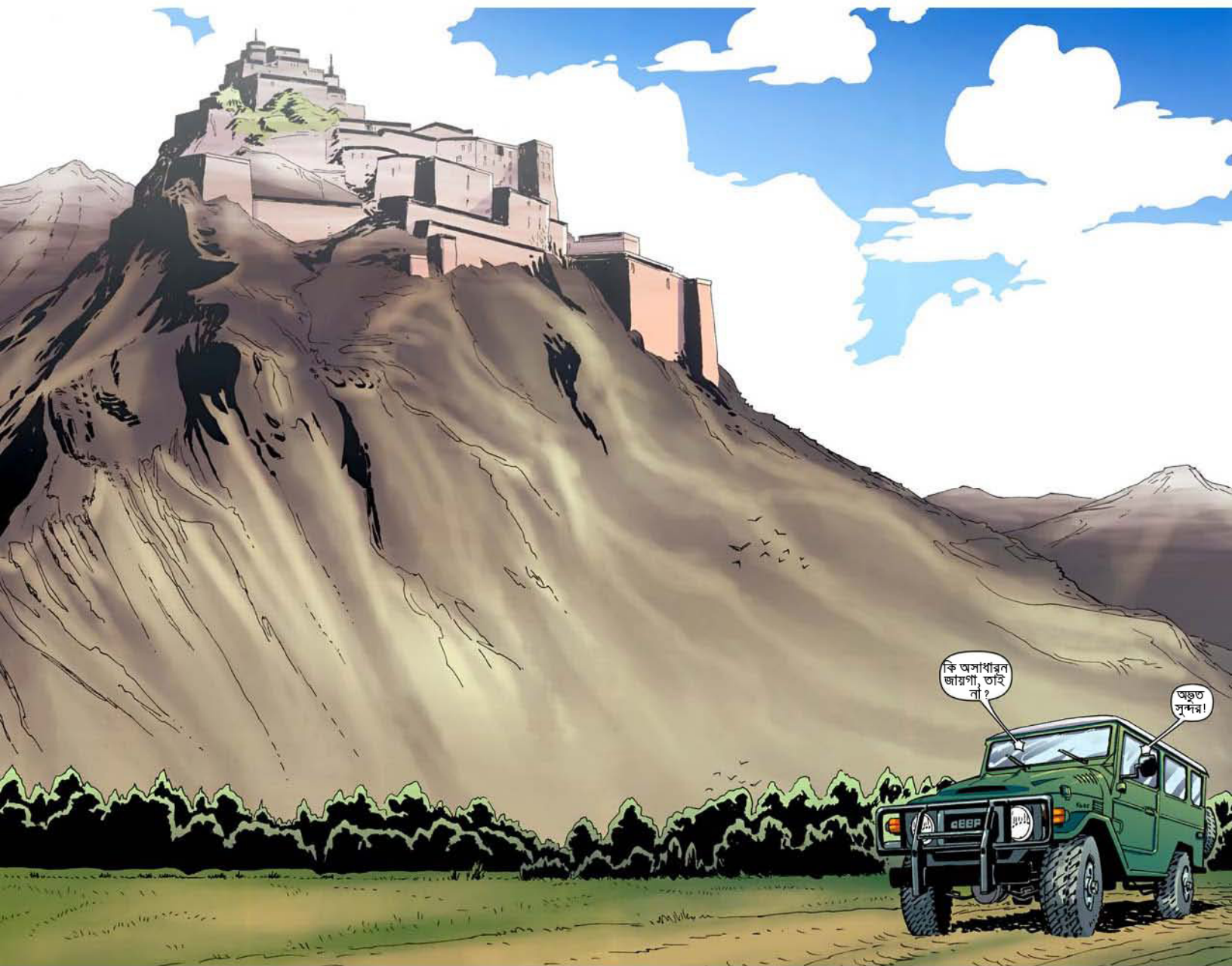


এসে
গেছি!



বাহ!

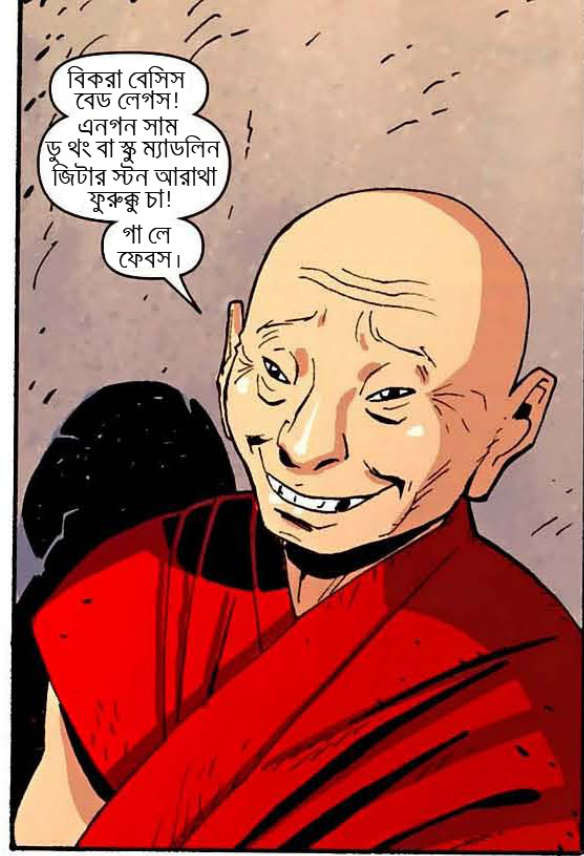
ওয়াও!



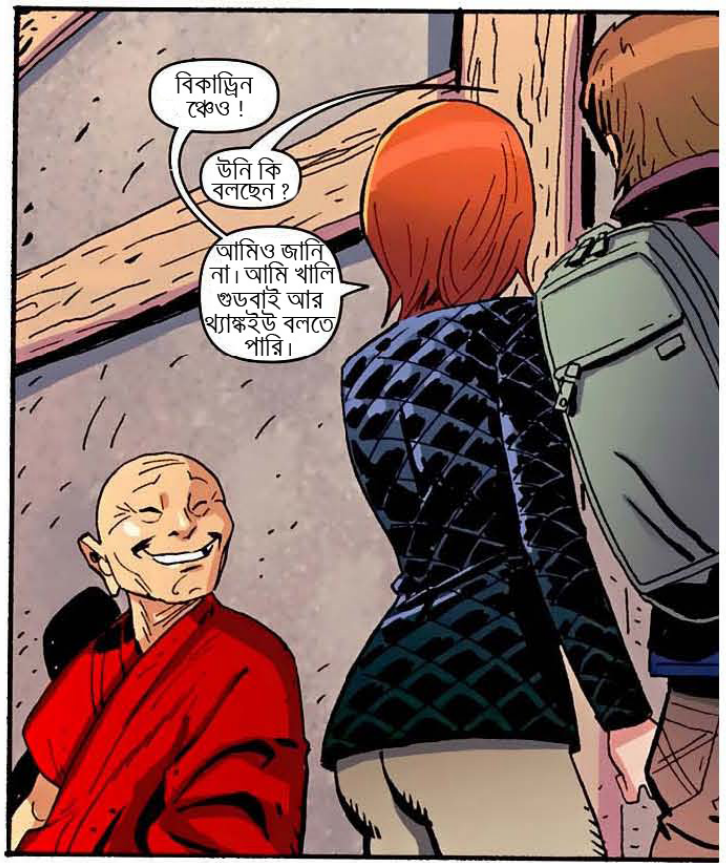
কি অসাধাৰুল
জায়গা, তাহি
না?

অত
সুন্দৰ!





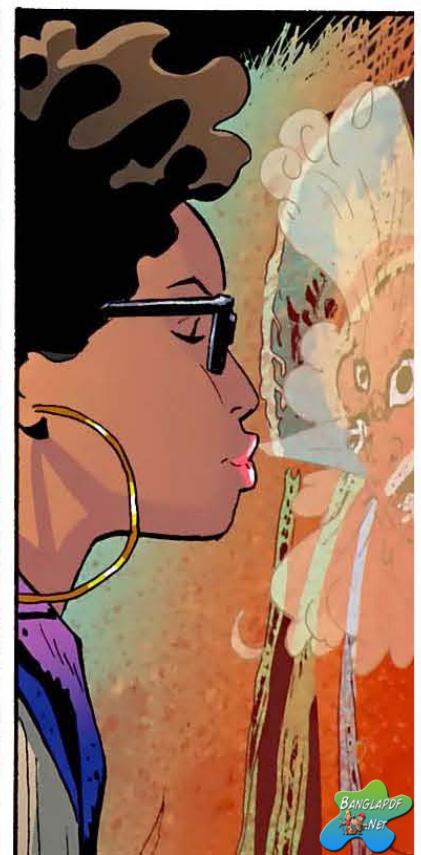
বিকরা বেসিস
বেড লেগস!
এনগন সাম
ডু থং বা স্কু ম্যাডলিন
জিটার স্টন আরাথা
ফুরুকু চা!
গা লে
ফেবস।

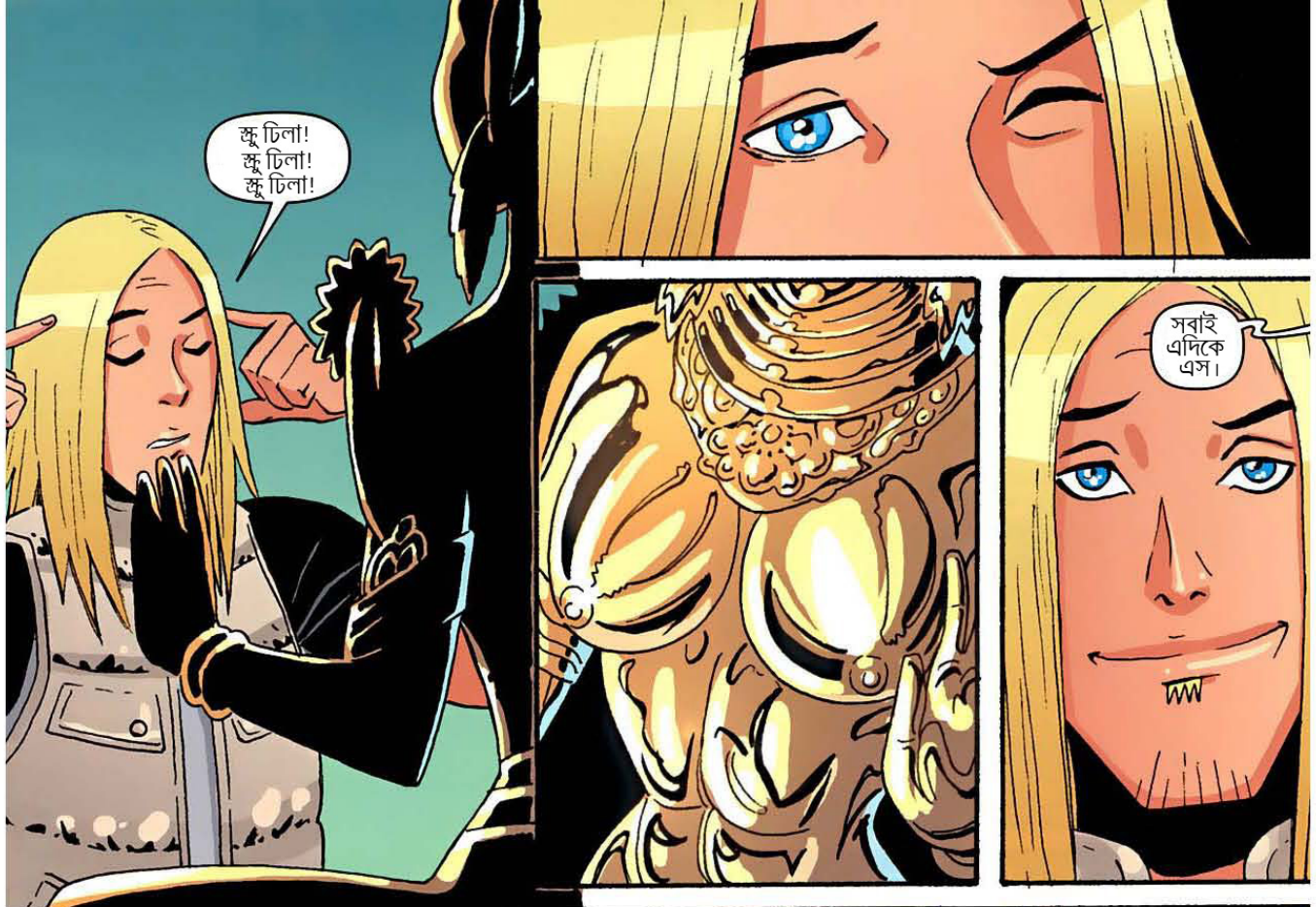


বিকাদ্রিন
ক্লেও!
উনি কি
বলছেন?
আমিও জানি
না। আমি খালি
গুডবাই আর
থ্যাকইউ বলতে
পারি।



মনে হল
টার্টন শুনতে
পেলায়!







উহু হয়নি। এর নাম হল কনফুসিয়াস! কি বল?

১০০%

বাহ! কনফুসিয়াস!



অবশ্যই! আমার কাছে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৮০০ এর উপর ভাষা সেভ করা আছে, বুঝলে?

হয়ে গেছে!

এর বাংলা করলে দাঁড়ায়, “পাকা আমার মত ঝুলে আছে, যে কোন সময় খসে পড়বে মাটিতে।”

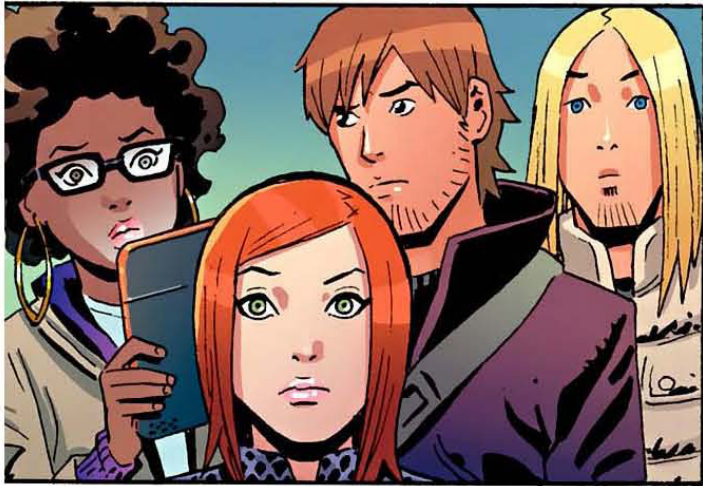


প্রশ্ন হল কি করে কনফুসিয়াসের ছবি এই বৌদ্ধ মন্দিরের দেয়ালে চলে আসল?

ছবির ঠিক নিচে কি লেখা ওটা?

ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছি।

পারবে করতে?



এর মানে কি রে ভাই?

একট দাঁড়িও।

এটা একটা ধাধা হতে পারে। আমার মনে হয় এখানে সিলিং থেকে ঝুলছে এমন কিছু কথার বলা হয়েছে। পাখা নাকি?

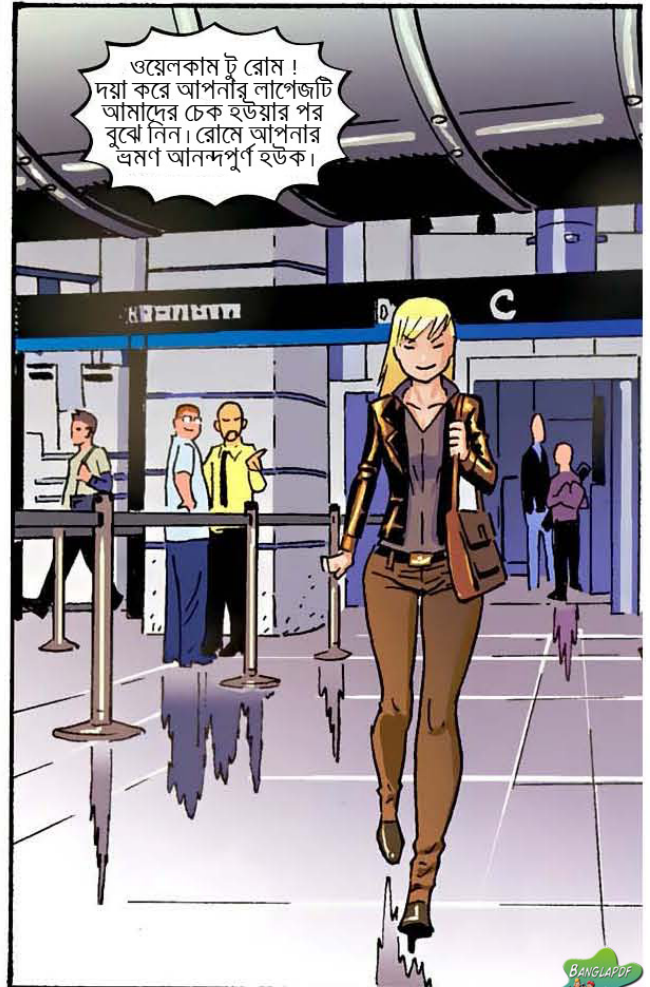
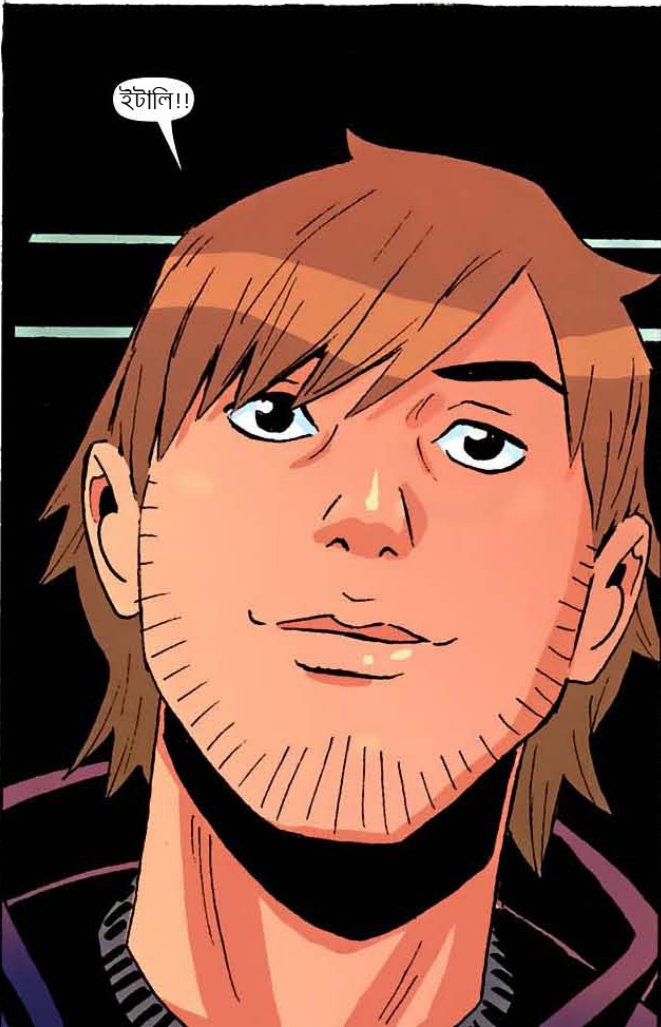
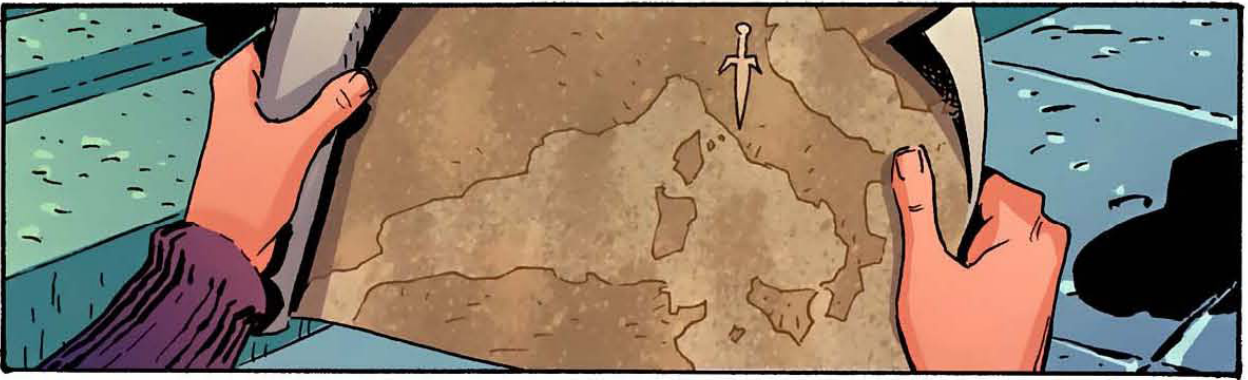


উহু, এটি হচ্ছে কনফুসিয়াসের একটা উক্তি। এই উক্তি তিনি জেড পাথর সম্পর্কে করেছিলেন।

পুরা অর্থটা কি এর?

“পাকা আমার মত ঝুলে আছে, যে কোন সময় খসে পড়বে মাটিতে। একে যদি আঘাত কর, তাহলে বের হবে সমুদ্র সূদীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া কোন সুর-সঙ্গীত।”



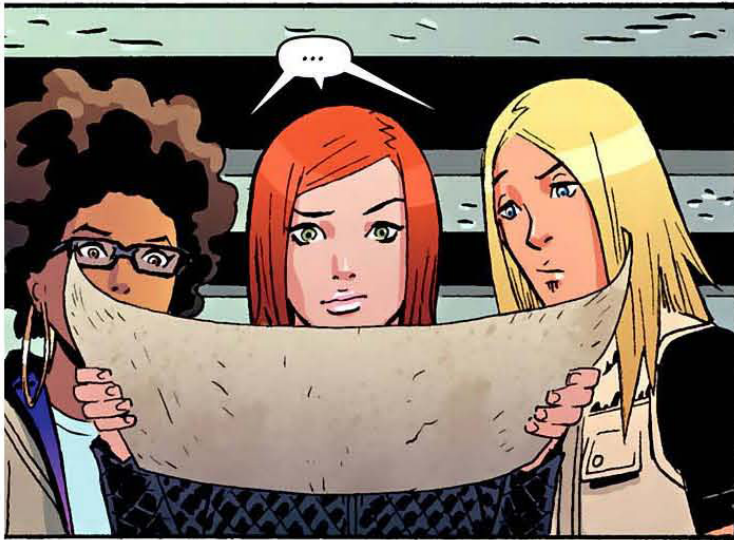




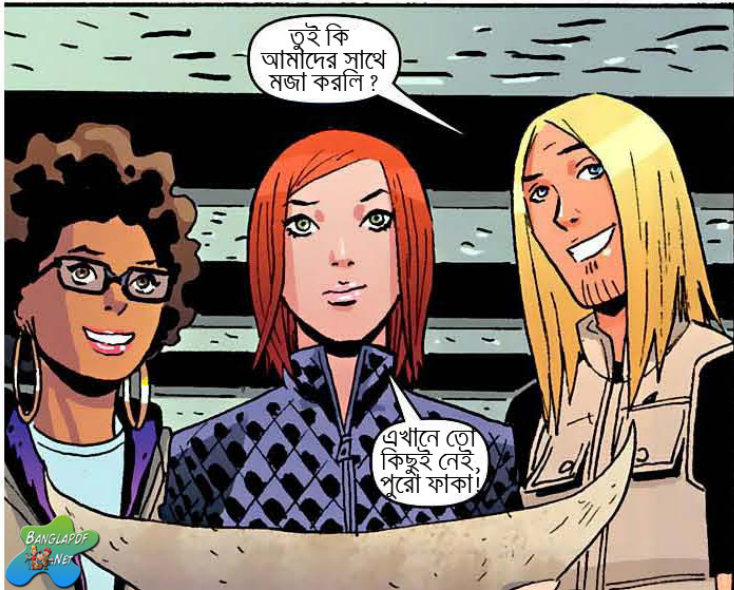
কি লেখা এতে?



এটা ইটালির ম্যাপ।



...

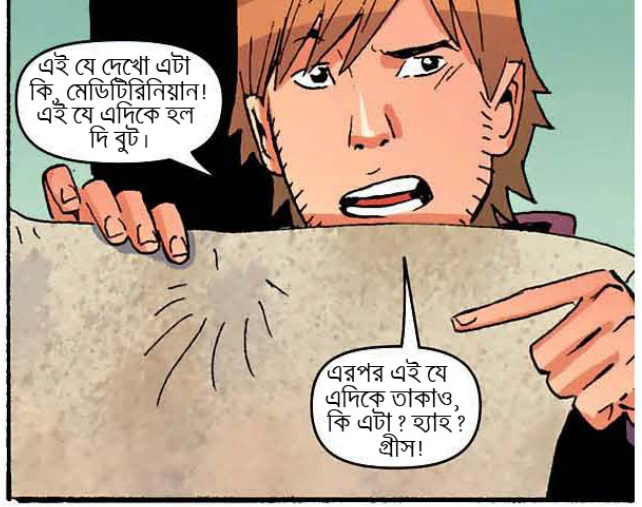


তুই কি আমাদের সাথে মজা করলি?

এখানে তো কিছুই নেই, পুরো ফাকা!



কি বলছ আবেল তাবোল! কারা নাকি? এটা স্টা ম্যাপ!



এই যে দেখো এটা কি, মেডিটেরিয়ান! এই যে এদিকে হল দি বুট।

এরপর এই যে এদিকে তাকাও, কি এটা? হ্যাঁ? হ্রীস!



হান্টার!!

আমরা তো কোন ম্যাপ দেখছি না!

মনে হয় অদৃশ্য কালী দিয়ে লেখা।



অদৃশ্য হলে হান্টার দেখছে কিভাবে পাগল?

আমার মনে হয় আলোর কোন কারসাজি! আমরা উল্টাদিকে পড়ে গেছি, তাই কিছু দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে চল আমরা...

অ্যা ??? গায়েজ!!



কি হয়েছে?

হ্যালো!! লেডিস এন্ড জেন্টেলম্যান!

ম্যাপ্টা
আমাকে দিয়ে
দাঁও বিচ্ছুর
দল!

চলবে...